ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 81 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৩৭ ● কলকাতা ● ১৪ ভাদ্র, ১৪৩২ ● রবিবার ● ৩১ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 44

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এক ব্যক্তি নিজের স্বার্থের জন্য একস্থানে বসে খারাপ কাজ করে, তখন ঐ নিশ্চিত স্থানে ঐ খারাপ কাজের প্রভাব পড়ে যায়। আর ঠিক ঐ স্থানের উপর, আকাশে ঐ খারাপ কার্যের আভামণ্ডল তৈরী হয়ে যায়।" "যখন কোন ভাল লোকও ঐ স্থানে পৌঁছায়, তখন স্থানের খারাপ প্রভাব আর ঐ স্থানের খারাপ আভামণ্ডল থেকে ঐ ভালো ব্যক্তিত্ব আহত হয়ে যায়। সেইজন্যে সব স্থান ধ্যান করার যোগ্য হয় না।"

একবার এক রাজা নিজের প্রতিবেশী রাজ্যের উপর আক্রমণ করে এবং ঐ প্রতিবেশী রাজ্যের সেনাকে পরাজিত করে আর তারপরে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজধানীর উপর আক্রমণ করে সেখানের সব নিরস্ত্র গ্রামবাসীদেরও মেরে ফেলে।

ক্রমশঃ

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে নালিশ শাহকে

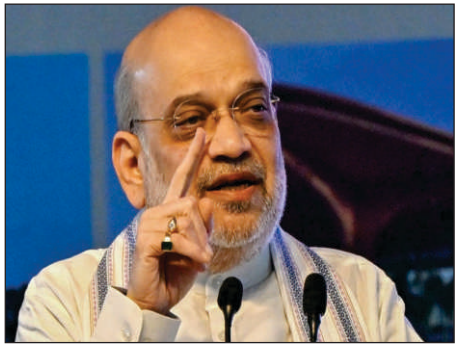

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বঙ্গ বিজেপির পরিচিত মুখের বিরুদ্ধে ১০০ কোটির সম্পত্তির মালিক হওয়ার অভিযোগ নিয়ে জল গড়াল অমিত শাহের মন্ত্রক পর্যন্ত। অভিযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, নথিপত্র পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। সূত্রের খবর, রাজ্য বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা বিজেপির ওই অভিযুক্ত মুখ দলের কেন্দ্রীয় নেতাদেরও অচেনা নন।বিজেপির শীর্ষ পদে থাকা যাঁরা ওই পরিচিত মুখের সঙ্গে আছেন, তাঁদের নাম করেও নির্দিষ্ট অভিযোগ গিয়েছে শাহ-নাড্ডার কাছে। অভিযোগপত্রে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, রাজ্য বিজেপির ওই পরিচিত মুখ ও তাঁর নিকটাত্মীয় গত তিন বছরে, অর্থাৎ ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে বিপুল ঋণগ্রস্ত থেকেও ১০০ কোটিরও বেশি মূল্যের জমি ও সম্পত্তি কীভাবে কিনেছেন? এই প্রবণতা তহবিলের উৎসের বৈধতা ও সম্ভাব্য স্বার্থসংঘাত সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তোলে। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, প্রার্থী হওয়ার আগে বিজেপির ওই পরিচিত মুখ কোনও

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

দূর্গাপূজার কমিটিদের নিয়ে প্রশাসনিক সভা

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

ময়নাগুড়ি ব্লকের সমস্ত দূর্গাপূজা কমিটিদের নিয়ে প্রশাসনিক সভা করলেন ময়নাগুড়ি মারওয়ারী জনকল্যাণ ভবনে। ময়নাগুড়ি ব্লকের ১৬ টি অঞ্চল এবং ময়নাগুড়ি পৌরসভার সমস্ত ক্লাব গুলোকে নিয়ে প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি থানার আই,সি সুবল ঘোষ, ময়নাগুড়ির পৌরসভার চেয়ারম্যান অনন্ত দেব অধিকারী, ও ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়, ময়নাগুড়ির বিডিও ,দমকল,বিদ্যুতের অফিসার, ময়নাগুড়ি পৌরসভার কাউন্সিলর, প্রত্যেকটা অঞ্চলের প্রধান ছিলেন,এছাড়াও জলপাইগুড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি রামমোহন রায় উপস্থিত ছিলেন। দূর্গাপূজা কিভাবে করা যাবে সরকারি নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকটা পূজা কমিটিদের গাইড মেনে করতে হবে। রাজ্য সরকার প্রত্যেক পূজা কমিটিদের ১ লাখ ১০ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করবে। প্রশাসনিক সভা থেকে বলা হয় যাতে প্রত্যেকটা পূজা কমিটিকে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে পূজা করতে হবে।বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কমিটিকে। দূর্গা পূজার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করতে হবে। প্রত্যেকটা পূজা প্যান্ডেলের থাকতে হবে সিসি ক্যামেরা। রাজ্য সরকারের উন্নয়নের বিভিন্ন প্রচার মূলক ফেস্টুন, কন্যাশ্রী, রুপশ্রী, লক্ষী ভান্ডার, পূজা মন্ডপের পাশে লাগাতে হবে এই ফেস্টুন। রাজ্য সরকার প্রত্যেকটা দূর্গাপূজার কমিটিদের বিদ্যুৎ বিল ৮৫% ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশাসনিক বৈঠক থেকে জানানো হয় দূর্গাপূজা কমিটিদের ডিজে বা পটকা বাজি ফাটানো নিষেধ করা হয়েছে, পূজা মন্ডপের অতিরিক্ত ভিড় সামলানোর জন্য মন্দির প্রবেশপথে দুটি গেটের ব্যবস্থা করা নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশেষ করে প্রত্যেকটা পূজা কমিটির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ডাস্টবিনের ব্যবহার করতে হবে। দূর্গাপূজার কমিটি রাজ্য সরকারের অনুদান পেয়ে অনেকটাই খুশি। পূজা কমিটি কোনরকম যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য সব সময় প্রশাসন নজরদারি করবে। প্রত্যেকটা পূজা কমিটি শান্তিপ্রিয়ভাবে দুর্গাপূজা উৎসব পালন করুক এই আশ্বাস দেন প্রশাসন।

মোদীর বেজিং সফরের মুখে ট্রাম্পকে শুনিয়ে ভারত-চিন সম্পর্কের কী দিশা দেখালেন রাজনাথ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মার্কিন শুল্কচাপের জেরে অতীতের অবস্থান কি বদলাতে চলেছে ভারত? একদা 'ভারতবন্ধু' ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে সখ্যের আলোয়ান গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দীর্ঘকালের বৈরী চিনকে জড়িয়ে ধরতে চলেছে নয়াদিল্লি? জাপান সফর শেষ করে শনিবারই চিনের বেজিং পৌঁছে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।আমেরিকার নাম করেই রাজনাথ বলেন, কেউ চিরস্থায়ী বন্ধু বা শত্রু হতে পারে না। শুধু স্থায়ী স্বার্থই সত্যি। বিশ্বে এখন বাণিজ্য ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভারত জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে কিছু

এরপর ৩ পাতায়

সহযোগিতা মন্ত্রকের গৌরবময় চার বছরের যাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "সহকার থেকে সমৃদ্ধি" সংকল্প পূরণে কেন্দ্রীয় সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ কোনও প্রচেষ্টার ঘাটতি রাখেননি। নতুন সহযোগিতা মন্ত্রক গঠনের পর গত চার বছরে এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উন্নতি হয়েছে। শাহজির নেতৃত্বে সহযোগিতার ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করা হয়েছে এবং সহযোগিতাকে নতুন দিশা দেওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য সংস্কার আনা হয়েছে। একে সহযোগিতার দ্বিতীয় বিপ্লব বলা হলে অতিশয়োক্তি হবে না। এই সময়ে সহযোগিতায় ৬০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সহযোগী সমিতিগুলির ডেটাবেস প্রস্তুতকরণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের নিরলস প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। মডেল উপবিধি থেকে প্যাক্স থেকে এপেক্স পর্যন্ত সংস্কার দৃশ্যমান হয়েছে। দেশে সহযোগিতাকে প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত দুই লক্ষ প্যাক্স গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে কৃষি, দুগ্ধ, মৎস্য এবং লবণ প্যাক্স অন্তর্ভুক্ত।

সহযোগিতায় স্বচ্ছতা ও কার্যদক্ষতা আনার জন্য দ্রুত গতিতে প্যাক্স কম্পিউটারাইজেশন করা হয়েছে। সহযোগিতার পুনর্জাগরণের কাজ শাহজি রাজ্যগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ করেছেন। পুরনো সহযোগী আইনগুলিতে উপযুক্ত সংশোধন করে নতুন বিধান আনা হয়েছে। সহযোগিতায় আইনগত সংস্কারের অংশ হিসেবে মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ অ্যাক্টে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। সহযোগী নির্বাচনের জন্য আলাদা কেন্দ্রীয় সহযোগী নির্বাচন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

প্যাক্সকে শক্তিশালী করতে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রকের পরিকল্পনাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে নালিশ শাহকে

সম্পত্তি কেনেননি, অথচ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর তিনি ও তাঁর নিকটাত্মীয় প্রচুর সম্পত্তি কিনেছেন। বিশাল অঙ্কের বকেয়া ঋণ থাকা সত্ত্বেও একাধিক প্রচুর দামী সম্পত্তি কিনেছেন তাঁরা।তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে পাঠানো তথ্য-নথির শেষ দিকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডাদের নজরে আনা হয়েছে।

অভিযোগকারীর তরফে অনুরোধ করা হয়েছে, প্রথমত, তহবিলের উৎসের তদন্ত করা হোক। দুই, দল ও দলের ক্ষমতা বা পদ ভাঙিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থের ওই সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানো হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হোক। তিন, এই সব দলের ব্যক্তিত্বদের মাথার উপর থাকা লোকজনের ভূমিকাও যাচাই করে দেখার দাবি করা হয়েছে। অর্থাৎ, রাজ্য বিজেপির ওই পদাধিকারীকে যাঁরা রক্ষা করছেন, এই বেআইনি সম্পত্তি অর্জনে সেই শীর্ষ নেতাদের কোনও যোগ আছে কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত বলে শাহ-নাড্ডাদের কাছে দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারী ও বিজেপি কর্মী।

রাজ্য বিজেপির ওই পরিচিত মুখের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের জমি ও সম্পত্তি কেনার অভিযোগ তুলে দলেরই এক সদস্য তদন্ত চেয়ে ইতিমধ্যেই অভিযোগ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ও ইডির কাছে। এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অমিত শাহর দপ্তরেও তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠি দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকেও। এই অভিযোগের জল বহু দূর গড়াতে চলছে বলেই মনে করছে গেরুয়া শিবিরের একাংশ।

(২ পাতার পর)

সহযোগিতা মন্ত্রকের গৌরবময় চার বছরের যাত্রা

করা হয়েছে। যুবকদের সহযোগিতার সঙ্গে যুক্ত করতে একাধিক পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। সহযোগিতায় প্রশিক্ষিত দক্ষ যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার দেশের প্রথম ত্রিভুবন সহযোগী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে, যেখানে এই সেশন থেকেই শিক্ষাদান শুরু হচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগী প্রশাসন, নেতৃত্ব, উদ্যোগ, ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট ও নীতি-নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষায়িত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও সহযোগী কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সহযোগী ব্যাঙ্ক, বিপণন সমিতি, আবাসন সমিতি, কৃষি সেবা সমিতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা পূরণ হবে।

সরকারি চিনিকলের সমস্যা সমাধান করে কেন্দ্রীয় সহযোগিতা মন্ত্রী শাহজি তাদেরকে বেসরকারি ও সরকারি চিনিকলের সমান সুযোগ প্রদান করেছেন। ইনকাম ট্যাক্স ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত করা হয়েছে এবং তাদের আর্থিক সমস্যাগুলি দূর করা হয়েছে।

জাতীয় স্তরের তিনটি সহযোগী সমিতি—বীজ, রপ্তানি ও অর্গানিকস গঠন করা হয়েছে, যার ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা হচ্ছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সহযোগিতা ক্ষেত্র বিশ্বের সবচেয়ে বড় খাদ্যশস্য সংরক্ষণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে গুদাম নির্মাণ শুরু হয়েছে। পাইলট প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পর প্রথম ধাপ শুরু হয়েছে। কৃষকদের অসুবিধা দূর করতে সহযোগিতা মন্ত্রক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অধীনে সহযোগী সমিতিগুলিকে কৃষিপণ্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) ক্রয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নাফেড ও এনসিসিএফ-এর মতো সহযোগী সমিতি ডাল ও তেলবীজ এমএসপিতে ক্রয় করছে।

সরকারের উদ্যোগে সহযোগী ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কের মতো সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। নতুন শাখা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমও প্রসারিত হয়েছে। এনসিডিসির ঋণ বিতরণ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে এর লক্ষ্যমাত্রা প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এর ফলে সহযোগী সমিতিগুলি আর্থিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছে। গত চার বছরে সহযোগিতা মন্ত্রক ৬০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, যার সুফল দেশের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি পাচ্ছে।

ভারতে সহযোগী আন্দোলনের এক সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী ঐতিহ্য রয়েছে। এটি বিশেষত গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বর্তমানে দেশে ৮.৫ লক্ষেরও বেশি সহযোগী সমিতি কার্যরত, যেখানে প্রায় ২৯ কোটি দেশবাসী সদস্য হিসেবে যুক্ত আছেন। এই সমিতিগুলি কৃষি উৎপাদন, গ্রামীণ অর্থনীতি, আবাসন, বিপণন, ভোক্তা সেবা, দুগ্ধ খাত, মৎস্য পালন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে

(২ পাতার পর)

মোদীর বেজিং সফরের মুখে ট্রাম্পকে শুনিয়ে ভারত-চিন সম্পর্কের কী দিশা দেখালেন রাজনাথ

করবে না। ভারত কাউকে শত্রু বলে মনে করে না, কিন্তু দেশের মানুষের স্বার্থ বিকিয়েও কিছু করবে না। ভারত এখন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানিতে এক অগ্রণী দেশ। ২০১৪ সালে ভারত ৭০০ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা রফতানি করত। আর এখন তা ২৪,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ভারত আমদানিকারী থেকে রফতানিকারী দেশে উত্তীর্ণ হয়েছে।সেখানে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের রাজসূয় যজ্ঞে মোদীর কথা হবে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রপ্রধান শি জিনপিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। তার আগে বিশ্ব সমন্বয়ের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার তিনি বলেন, রাজনীতিতে কেউ কারও চিরস্থায়ী বন্ধু হতে পারে না। তেমনই চিরকাল শত্রু থেকে যাবে কেউ, তাও হতে পারে না। চিরস্থায়ী কেবলমাত্র স্বার্থ।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ এদিন আত্মনির্ভরতাকেই ভারতের লক্ষ্য বলে জোর দেন। এনডিটিভি-র প্রতিরক্ষা সম্মেলন ২০২৫-এ যোগ দিয়ে ভাষণদানকালে রাজনাথ যা বলেন, তাতে ভারত-মার্কিন ও চিন সম্পর্ক নিয়েই ইঙ্গিত দেন তিনি। তিনি আরও বলেন, স্বদেশীকরণে ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পেয়েছে। তিনি সম্প্রতি অত্যাধুনিক এক জোড়া যুদ্ধজাহাজ আইএনএস হিমগিরি ও আইএনএস উদয়গিরিকে নৌবাহিনীতে সংযুক্তির কথা বলেন।

রাজনাথের কথায়, স্বনির্ভরতায় দেশ এখন প্রায় সব ধরনের যুদ্ধজাহাজ ঘরেই তৈরি করছে। অন্য দেশের কাছ থেকে যুদ্ধজাহাজ কেনার আর প্রয়োজন নেই। এখানেই তৈরি হবে যুদ্ধাস্ত্র আর কারও উপর ভরসা করার প্রয়োজন নেই। ভারতের নিজস্ব আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদর্শন চক্র খুব শীঘ্রই বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

সম্পাদকীয়

জাপান সফর সেরে চিনে মোদি

জাপান সফর শেষ করে এবার চিনের মাটিতে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২৫ তম এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে শনিবার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিমান পৌঁছল চিনের তিয়ানজিন শহরে। ভারত তো বটেই মোদির এই সফরে বাড়তি নজর গোটা বিশ্বের। বিশেষ করে ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের মাঝেই চিন-ভারতের একমঞ্চে আসা, আমেরিকার জন্য জোরাল বার্তা বলেই মনে করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, একদা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে চিড় ধরলেও আমেরিকার শুল্কবোমা আছড়ে পড়ার পর থেকেই ভারত-চিন সৌহার্দ্যের নৌকা তরতরিয়ে এগিয়েছে। ২০২০ সালে গালওয়ান সংঘাতের পর এটাই হতে চলেছে মোদির প্রথম চিন সফর। পাশাপাশি সম্প্রতি ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যার বিরোধিতা করে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে বেজিং। এই অবস্থায় মোদির সফরের দিকে বাড়তি নজর গোটা বিশ্বের। কেবল চিনা প্রেসিডেন্ট নন, রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও বৈঠক করবেন মোদি। বিশ্লেষকদের অনুমান, একজোট হয়ে আমেরিকাকে রোখার কৌশল কষতে পারে ভারত-চিন-রাশিয়া। প্রশান্ত মহাসগরীয় এলাকায় চিনকে রুখতে ভারতকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা ছিল আমেরিকার। সেই পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিতে পারে এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলি।এই বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান, ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেস্কিয়ান ও উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জন উন।

আগামী ৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিনের তিয়ানজিনে বসছে ২৫তম সাংহাই সহযোগিতা পরিষদের (এসসিও) বৈঠক। সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থার মতো পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১০টি সদস্য দেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল এসসিও। তবে সময় বদলেছে। সমসাময়িক বিশ্বকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন উদ্দেশ্যও যোগ হয়েছে এসসিওতে। শুল্কের খাঁড়া হাতে বিশ্বজুড়ে মার্কিন 'দাদাগিরি'র মাঝে রবিবার একমঞ্চে বসছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ভ্লাদিমির পুতিন, নরেন্দ্র মোদি, তুরস্কের এরদোগান, ইরানের পেজেস্কিয়ান ও উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জন উনরা। অনুমান করা হচ্ছে, নিজেদের মধ্যেকার সমস্যাকে পিছনে ফেলে বৃহত্তর স্বার্থে এই মঞ্চ থেকেই একত্রে চলার শপথবাক্য পাঠ করতে পারেন এশিয়ার নেতারা। সেক্ষেত্রে আমেরিকাকে পাশ কাটিয়ে বিশ্ব দেখবে গ্লোবাল সাউথের জয়ধ্বজা।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর শুল্কের অস্ত্র হাতে দাপাদাপি শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রুশ তেলের অজুহাতে ভারতের উপর চেপেছে ৫০ শতাংশ শুল্কের কোপ। ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে লাগাতার রাশিয়াকেও শাসানি দেওয়া হচ্ছে। এমনকী একদফা শুল্কযুদ্ধের পর বিরল খনিজ রপ্তানি না করলে চিনের উপরও ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। ইচ্ছেমতো নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কের খামখেয়ালিপনায় ট্রাম্পের উপর বিতশ্রদ্ধ এশিয়ার দেশগুলি। বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমেরিকার এই আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে গ্লোবাল সাউথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

পশুবলি হতো। ব্রাহ্মণ বললেন ঠিক আছে তাই হবে। লোহার তৈরি পুতুলই এই মন্দিরের যূপকাষ্ঠে বলি হবে। তাই হল। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে নাকি লোহার তৈরি পুতুলকেই বলি দেয়া হয়েছিল। এই গল্প মানুষের মুখে মুখে ঘোরে আজও। এরপর থেকেই নাকি ইংরেজরাও নিয়মিত যেতেন কালীঘাটে পুজা দিতে। পঞ্জাব ও বার্মা দখলের পরও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে এই মন্দিরে ষোড়শ উপাচারে পুজো দেওয়া হয়েছিল কোম্পানির খরচায়।তবে কালীঘাটের কালী মন্দির কবে, এটা বলতে গেলে বলতে হবে।পৌরাণিক (পীঠমালা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কোটি টাকার টার্নওভারের হিসেব দিলেন জীবনকৃষ্ণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুরু থেকেই সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন জীবনকৃষ্ণ সাহা। মোবাইল ছুড়ে ফেলে, নিজেও পালানোর চেষ্টা করেছিলেন বলেই অভিযোগ। তবে ধরা পড়ার পর বিধায়কের বক্তব্য, কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন তিনি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যখন প্রশ্ন তুলছে, কীভাবে জীবনের অ্যাকাউন্টে কোটি টাকার লেনদেন হল?আমরা পালাবো নাকি! আমরা কোথায় যাব, আমরা তো এমএলএ?" জীবনের স্ত্রী'র অ্যাকাউন্টের টাকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তদন্তকারীরা। সেই প্রসঙ্গে এদিন জীবনকৃষ্ণ বলেন, "যে টাকা রয়েছে, সেটা সাত বছরের।" তিনি এও জানিয়েছেন যে সিবিআই-এর মামলায় জামিন পাওয়ার পর তাঁকে যে ইডি হেফাজতে নেবে, তা তিনি জানতেন। এদিকে, জীবনকৃষ্ণের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে শোনা যাচ্ছে এক ব্যক্তি বিধায়কের কাছে টাকা ফেরত চাইছেন। সেই ভিডিয়োর কথাও অস্বীকার করেছেন জীবনকৃষ্ণ।বিধায়ক তখন ব্যবসার টার্নওভারের হিসেব বুঝিয়ে দিলেন। শনিবার আদালতে পেশ করা হয় জীবনকৃষ্ণকে। তাঁকে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত থেকে বেরনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, তিনি তদন্তে সহযোগিতা করছেন। তাঁর দাবি, তিনি একজন বিধায়ক বলেই তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সব প্রমাণ তিনি আদালতে দেবেন। পারিবারিক ব্যবসা থেকেই যে কোটি কোটি টাকা আয় হয়, সে কথা উল্লেখ করেন জীবনকৃষ্ণ।

তিনি বলেন, "আমরা ব্যবসায়ী পরিবারের লোকজন। আমাদের টার্নওভার বছরে ২ কোটি টাকা। আমি প্রথম থেকে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। রেশন ডিস্ট্রিবিউটার, রাইস মিলের সঙ্গে যুক্ত।

কোল্ড স্টোরেজ আছে। আমরা বনেদি ফ্যামিলি থেকে বিলং করছি।" বিধায়ক আরও বলেন, "ষড়যন্ত্র নিয়ে কিছু বলব না। আমি তদন্তে সহযোগিতা করেছি। আমি গ্রামের ছেলে সকাল সাড়ে ৭টায় ওঠার পর যদি হঠাৎ ইডি যায় তাহলে কী করব?

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কোনোটি দ্বিভুজ, কোনোটি চতুর্ভুজ, কোনোটি ষড়ভুজ, আবার কোনোটি ষোড়শভুজ। ... দ্বিভুজ মূর্তিতে হেরুক নীলবর্ণবিশিষ্ট এবং একক বিরাজ করেন, তাঁহার সহিত শক্তি থাকে না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মনসা দেবীর পুজোয় ভক্তিতেই মুক্তি

ঈশানী মল্লিক

গত কয়েক দিন আগেই মনসা মায়ের পুজো সম্পন্ন হল। আবারও আগামী বিশ্বকর্মা পুজোর সময় মা মনসার পুজো আসছে। এছাড়া সারা বছরই এই দেবীর পুজো করা হয়। পুজোর আগে এই পুজোর মাহাত্ম্য রইল।

মনসা দেবী হলেন লোকবিশ্বাসের এক প্রাচীন দেবী, যিনি সাপের দেবী হিসেবে পরিচিত। বাংলার লোককথা, মঙ্গলকাব্য ও গ্রামীণ আচার-অনুষ্ঠানে মনসা দেবী বিশেষভাবে পূজিত হন। দেবী মনসাকে সাধারণত সাপের আভাসে বা মাথায় ফণাযুক্ত সাপসহ চিত্রিত করা হয়। তাঁর পূজা মূলত সাপের দংশন থেকে রক্ষা, পরিবার ও সন্তানের মঙ্গল, কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি এবং বংশবৃদ্ধির আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়।

মনসা পূজার ইতিহাস

প্রাচীন শিকড়:

মনসা দেবীর পূজা আর্য-অনার্য যুগের মিলিত প্রভাবে গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ সমাজে যেখানে সাপের উপদ্রব ছিল প্রবল, সেখানে সাপদেবীকে রুষ্ট না করতে বা সাপের ভয় থেকে রক্ষা পেতে এই পূজা শুরু হয়।

মঙ্গলকাব্যে মনসা:

মনসামঙ্গল কাব্য (বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব প্রমুখ কবিদের রচনা) মনসা দেবীর কাহিনীকে জনপ্রিয় করে তোলে।

কাহিনীতে বলা আছে, বেহুলা-লখিন্দর ও চাঁদ সদাগরের কাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করতে অস্বীকার করেন, তাঁর ছেলে লখিন্দর সাপের কামড়ে মারা যায়। পরে বেহুলার ভক্তি ও সাধনার ফলে মনসা দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠা পায়।

এর মাধ্যমে সমাজে মনসা পূজার গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

চাঁদ সদাগরের অহংকার

চাঁদ সদাগর ছিলেন চরম শিবভক্ত এবং ধনী বণিক। তিনি মনসা দেবীর পূজা করতে অস্বীকার করেন। কারণ, তিনি মনে করতেন মনসা দেবী সমাজে পূর্ণ মর্যাদা পান না, আর তিনি কেবল শিবের পূজাই করবেন। মনসা দেবী এতে ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে চাঁদ সদাগরকে তিনি বাধ্য করবেন তাঁর পূজা করতে।

লখিন্দরের মৃত্যু

চাঁদ সদাগরের সাত পুত্র ছিল। মনসা দেবী তাঁর ছয় ছেলেকে সাপের কামড়ে মেরে ফেলেন। বাকি থাকে শুধু কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর।

চাঁদ সদাগর ছেলের বৌভাতের সময় বিশেষ এক লোহার মশারি (লোহার ঘর) তৈরি করেন, যাতে সাপ ঢুকতে না পারে। কিন্তু দেবীর ইচ্ছায় বাসুকী নাগ (মনসার দূত) ফণার ফাঁক দিয়ে ঢুকে লখিন্দরকে দংশন করে মেরে ফেলে।

বেহুলার অদম্য সাধনা

লখিন্দরের স্ত্রী বেহুলা স্বামীর মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি। তিনি মৃত স্বামীকে ভেলায় শুইয়ে গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দেন এবং দেব-দেবীর কাছে স্বামীর প্রাণ ফেরানোর জন্য তপস্যা শুরু করেন। বেহুলার ভক্তি, ধৈর্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি দেবলোক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করেন।

মনসার বিজয়

বেহুলা মনসা দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন স্বামীকে জীবিত করার জন্য। অবশেষে মনসা রাজি হন, তবে শর্ত রাখেন যে চাঁদ সদাগর তাঁকে পূজা করবেন।

বেহুলা শ্বশুরকে রাজি করান। চাঁদ সদাগর অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক মুঠো দূর্বা ও ফুল দিয়ে মনসা পূজা করেন।

ফলে মনসা দেবী প্রসন্ন হন এবং লখিন্দরকে জীবিত করে তোলেন।

কাহিনীর শিক্ষা

১. দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস যে কোনো বাধা অতিক্রম করতে পারে।

২. বেহুলার চরিত্রে স্ত্রীর ভক্তি, ধৈর্য, সাহস ও প্রেমের প্রতীক রূপে চিত্রিত হয়েছে।

৩. সমাজে মনসা পূজার প্রচলন ও গ্রহণযোগ্যতা এই কাহিনীর মাধ্যমেই স্থায়ী রূপ পায়।

সেই থেকেই বাংলায় গ্রামীণ সমাজে মনসা পূজা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আজও বর্ষাকালে দেবীকে পূজা করে সাপদংশনের ভয় থেকে রক্ষা, পারিবারিক মঙ্গল ও সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

লোকজ ধারায় বিস্তার:

বাংলার নদী তীরবর্তী অঞ্চল, বিশেষত নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর, বীরভূম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় মনসা পূজা গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। গ্রামবাংলার মহিলারা বিশেষ করে এই পূজার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

মনসা পূজার নিয়মকানুন

মনসা পূজা সাধারণত ঘরোয়া বা স্থানীয় আচারভিত্তিক। নিয়মাবলি অঞ্চলভেদে কিছুটা পরিবর্তিত হয়, তবে মূল দিকগুলো হলো—

১. পূজার সময়:

মূলত বর্ষাকালে (আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে) মনসা পূজা প্রচলিত। বিশেষ করে নাগপঞ্চমীতে মনসা দেবীকে পূজা করা হয়। কিছু

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ঝাড়গ্রামে অবৈধ বালি খাদানে জেলা পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার খাদানের মালিক

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই অবৈধ বালি পাচার রুখতে তৎপর হয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ প্রশাসন। শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় থানার ধামড়ো এলাকায় ফের অভিযানে নামে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও ভূমি দফতর। বর্ষাকালে নদী থেকে বালি তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও অভিযোগ, কংসাবতী নদী সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে চলছিল বালি তোলা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গুলাম সারওয়ারের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় বালি খাদানের মালিক বিধান পাত্রকে।পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কয়েক দিন ধরেই ওই এলাকায় অবৈধ বালি খাদানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছিল। অবশেষে অভিযানে নেমে গ্রেফতার করা হয় বালি খাদানের মালিককে। আগামীকাল অভিযুক্তকে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করা হবে। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গুলাম সারওয়ার বলেন, "খবর পেয়ে অবৈধ বালি খাদানে অভিযান চালিয়ে মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।"অভিযানের এই সাফল্যে খুশি স্থানীয় মানুষজন। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁরা।

(৫ পাতার পর)

মনসা দেবীর পুজোয় ভক্তিতেই মুক্তি

অঞ্চলে সারা বছর ঘরোয়া ভাবে পূজা চলে।

২. পূজার স্থান:

ঘরের উঠোনে, পুকুর ঘাটে, বট বা কাঁঠাল গাছের নীচে, কখনও গ্রামীণ মন্দিরে। অনেক সময় মাটির তৈরি মনসা ঘর বানিয়ে সেখানে দেবীর প্রতিমা বা ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩. উপকরণ:

ঘট (জলপূর্ণ), হলুদ, সিঁদুর, ধূপ, প্রদীপ, দুধ, ডাব, শস্যদানার পূর্ণ পাত্র।

দেবীর প্রতীক হিসেবে মাটি, বাঁশ বা পাটখড়ির প্রতিমা বা পটচিত্র ব্যবহার করা হয়।

সাপের প্রতীক হিসেবে কলা গাছের কাণ্ড বা বাঁশের প্রতিমা রাখা হয়।

৪. পূজার আচার:

উপবাস বা নিরামিষ ভোজন পালন করা হয়। পূজার সময় মনসামঙ্গল কাব্যের পাঠ করা হয়। মন্ত্রোচ্চারণ, ঢাক-কাঁসার আওয়াজ, আরাধনা ইত্যাদি হয়। প্রসাদ হিসেবে দুধ, কলা, ফুল, শস্য, পায়েস ইত্যাদি দেওয়া হয়।

অনেক সময় দেবীর সামনে বলি দেওয়ারও প্রচলন ছিল (বিশেষত অজপালিত ছাগল বা কবুতর), যদিও বর্তমানে অধিকাংশ স্থানে এটি নিষিদ্ধ।

৫. সামাজিক দিক:

নারীরা বিশেষভাবে এই পূজার আয়োজন করে থাকেন।

পারিবারিক মঙ্গল, সন্তানের দীর্ঘায়ু ও সাপের ভয় থেকে রক্ষা কামনা করা হয়।

সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

মনসা পূজা কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি লোকসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই পূজার মাধ্যমে বাংলার সমাজে নারীর ভক্তি, সংসার রক্ষার দায়িত্ববোধ এবং লোককথার ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়েছে। সাপ ও প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক, ভয় এবং সহাবস্থানের দার্শনিক প্রতিফলন এই পূজায় দেখা যায়।

অর্থাৎ, মনসা পূজা বাংলার এক প্রাচীন ও লোকজ ঐতিহ্য, যা সাপদংশন থেকে রক্ষা, পারিবারিক মঙ্গল ও কৃষিজ সমৃদ্ধির কামনায় প্রচলিত। এর ইতিহাস মনসামঙ্গল কাব্য ও বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীতে গভীরভাবে প্রোথিত, আর পূজার নিয়ম কানুন অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্যময় হলেও মূলত ভক্তি, উপবাস ও লোকজ আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

মনসা পূজার মন্ত্র

মনসা পূজায় সাধারণত সহজ লোকমন্ত্র ব্যবহৃত হয়। অঞ্চলভেদে মন্ত্রের রূপ ভিন্ন হতে পারে। কিছু প্রচলিত মন্ত্র হলো—

১. বিনয় মন্ত্র

ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ

২. সাপ দংশন থেকে রক্ষার মন্ত্র

ওঁ হ্রীং মনসাদেবী,
সর্বনাগেশ্বরী পূজিতা ভবা।
সর্বদা সাপদংশনম নাশয় নাশয়
স্বাহা॥

৩. প্রতিষ্ঠা মন্ত্র (ঘট স্থাপনের সময়)

ওঁ অষ্টনাগসহিতায়ৈ মনসাদেব্যৈ নমঃ

মনসা ভক্তিগীতি

মনসা পূজার সময় গ্রামীণ মহিলারা ভক্তিগীতি গেয়ে থাকেন। এসব গান সাধারণত সরল ছন্দে, ঢাক-কাঁসার তালে পরিবেশিত হয়।

উদাহরণ (লোকগীতি ধাঁচে):

মনসা মায়ে সাপের রানী,
রক্ষা করো মোরে জনম জনমে।
গৃহে দংশন নাই আসুক,
শিশু-সন্তান মঙ্গল হোক।।

আঞ্চলিক গান (মনসামঙ্গল গীতি)

মনসামঙ্গল কাব্যর অংশ গাওয়া হয় আঞ্চলিক ঢঙে। এ গানগুলো সাধারণত "বেহুলা-লখিন্দর" কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত।

একটি প্রচলিত গান ধারা এমন—

শুন গো মানুষ, মন দিও,
মনসার মহিমা কহি।
চাঁদ সদাগর দিল না পূজা,
লখিন্দর গেল সাপ দংশি।।

এছাড়াও ভেলায় বেহুলা ভেসে যাওয়ার দৃশ্যকে ঘিরে বহু বেহুলা গীতি প্রচলিত আছে। এগুলোকে বাংলার গ্রামীণ নাট্যধারা বা পালাগানের অংশ হিসেবেও পরিবেশিত করা হয়।

সাংস্কৃতিক দিক

মনসা পূজার গান কেবল ভক্তিসংগীত নয়, এটি লোককথা, নাটক ও নৃত্যরূপেও পরিবেশিত হয়।

কিছু অঞ্চলে (যেমন মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম) রাতভর পালাগান হয়, যেখানে মনসামঙ্গল কাব্য গাওয়া হয়। এতে দেবী পূজার পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্য, কাহিনীভিত্তিক নাট্য ও সঙ্গীতশিল্প একসঙ্গে মিশে গেছে।

কথায় আছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। এই মনসা মায়ের পুজো ও ভক্তির মাধ্যমে বহু মানুষ জীবনে উপকার পাচ্ছেন। কেউ হারানো সম্পত্তি ফিরে পাচ্ছেন, কারোর কাজ নেই, সংসার চলছে না; তিনিও মুক্তি পাচ্ছেন। এমন হাজারো মানুষের বিভিন্ন সমস্যা, রোগ, ব্যাধি মা মনসার কৃপায় ভক্তিতে মুক্তি লাভ হচ্ছে। আর এই মনসা মায়ের প্রতিনিধি হয়ে মানুষের সেবায় এই কাজ বহু মানুষই করছেন। যাদের মধ্যে সুমিত্রা সাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি মায়ের সেবা করেন এবং মায়ের আদেশ মতোই ভক্তদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। ওনাকে যোগাযোগের নম্বর : ৬২৯০৬৯১৮৫৫। ঠিকানা: মদনপুর রেলওয়ে স্টেশনে এর ২ নম্বর গেট পার করে সোজা ৫ তলা বিল্ডিং এর সামনে আসতে হবে। এই বিল্ডিং এর গা দিয়ে একটি রাস্তা ঢুকে গেছে। মেন রাস্তা থেকে একটি কেবিলের তার এই গলির ভেতর ঢুকেছে। তারটি ঠিক যেমন ভাবে গেছে তেমন ভাবেই গলি দিয়ে যেতে হবে। তারটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই মা বিরাজমান।

সিনেমার খবর

‘আমি রোমান্টিক মানুষ, ভালোবাসায় আমার বিশ্বাস আছে’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

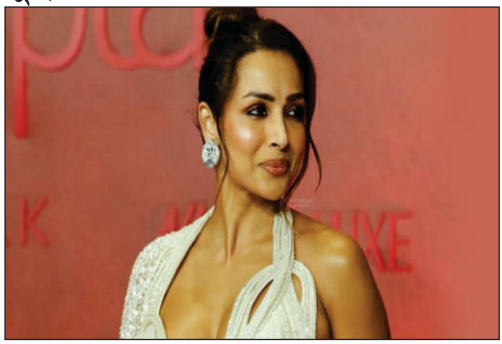

বলিউডের তারকা দম্পতিদের প্রেম-বিচ্ছেদ, বিয়ে কিংবা সম্পর্ক সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সেই তালিকার অন্যতম নাম অভিনেত্রী মালাইকা আরোরা। তার ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরে দর্শকদের কৌতূহল বরাবরই তুঙ্গে।

আরবাজ খানের সঙ্গে দীর্ঘ ১৮ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানার পর মালাইকার প্রেমের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল অভিনেতা অর্জুন কাপুরকে নিয়ে। বয়সে প্রায় দশ বছরের ছোট অর্জুনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে প্রচুর সমালোচনা, ট্রোল কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু সব কিছুকে পাত্তা না দিয়ে প্রকাশ্যে হাত ধরে বেরিয়েছেন, ছুটি কাটাতে গিয়েছেন, পার্টি ও রেড কার্পেটে একসঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন এই তারকা জুটি। শেষ পর্যন্ত সেই সম্পর্কও ভেঙে গেছে। এরপর গুঞ্জন উঠেছিল মালাইকা নাকি প্রাক্তন ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে কখনো মুখ খোলেননি কেউই।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মালাইকা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে বলেন, ‘বিয়ের আগে প্রতিটা মেয়েরই উচিত কিছুটা সময় নেওয়া। আমি যদি নিজের কমবয়সী মালাইকাকে উপদেশ দিতে পারতাম, তাহলে বলতাম, আগে প্রতিষ্ঠিত হও, তারপর সংসার।’

তার এই কথায় প্রশ্ন আসে, আবার কি তিনি বিয়ের কথা ভাবছেন? উত্তরে এক লাজুক হাসি দিয়ে বলেন, ‘বলা যায় না। আমি রোমান্টিক মানুষ। ভালোবাসায় আমার বিশ্বাস আছে। তাই সবসময়ই মনে হয়, হ্যাঁ, হয়তো।’

এই এক কথাতেই বলিপাড়ায় নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। মালাইকা কি সত্যিই দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন?

মালাইকার বয়স এখন ৫১। ফিটনেস, ফ্যাশন, নাচ সব মিলিয়ে তিনি এখনো বলিউডের অন্যতম গ্ল্যামার কুইন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। তার সাম্প্রতিক মন্তব্যে ইঙ্গিত মেলেছে, তিনি এখনও নতুন করে ভালোবাসার স্বপ্ন দেখেন। তবে সেই ভালোবাসার মানুষটি কে? বলিপাড়া এখন তাকিয়ে আছে- মালাইকার জীবনের নতুন অধ্যায় কি সত্যিই বিয়ের মাধ্যমেই শুরু হতে যাচ্ছে? কবে নাগাদ তিনি বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবেন? সে প্রশ্নের উত্তর এখনো রহস্যই রয়ে গেছে।

আরিয়ানের প্রথম সিনেমার প্রিভিউ, দেখা গেল সালমান-ববি-রণবীরকেও

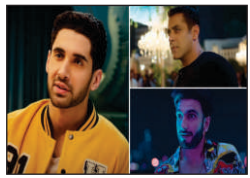

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বাদশাহ শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান পরিচালিত প্রথম সিনেমা ‘দ্য বা***ডস অব বলিউড’। টিজারে ব্যাঙ্গ ও ড্রামার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এক ভিন্ন দুনিয়ার আভাস মিলেছিল। বুধবার এলো সিনেমাটি প্রিভিউ।

মুম্বাইয়ের যশরাজ ফিল্মস স্টুডিওতে আয়োজিত জমকালো অনুষ্ঠানে আরিয়ান খানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বাবা শাহরুখ খান ও মা গৌরী খান।

টিজারের সেই ঝলক আরও স্পষ্ট হয়েছে প্রকাশিত প্রিভিউতে। শুরুতেই শোনা যায় সংলাপ- “মুম্বাই, সিটি অব ড্রিমস, কিন্তু এই শহর সবার নয়।”

এরপরেই প্রবেশ করেন লিড অ্যাক্টর লক্ষ্য, যার চরিত্রের নাম আসমান সিং। তিনি এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী নবাগত, যিনি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের জায়গা পাকা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

রাঘব জুয়াল অভিনয় করেছেন আসমানের বন্ধু আকাশ চরিত্রে, যিনি বন্ধুর ব্লকবাস্টার হিটের পর তাকে নিয়ে উদযাপন করতে চান। ববি দেওলকে দেখা যাবে সুপারস্টার অজয় তলওয়ার চরিত্রে এবং সাহের বাম্বার তাঁর মেয়ের ভূমিকায়। দেখা গেছে সালমান খান, রাণবীর সিং ও করণ জহরকেও।

মোনা সিং অভিনয় করছেন আরিয়ান খানের অনস্ক্রিন মা আর প্রযোজকের ভূমিকায় থাকছেন মনীশ চৌধুরী।

প্রযোজনা করছে রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট। ২০২৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি শোটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এটি এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী আউটসাইডার ও তার বন্ধুদের গল্প, যারা বলিউডের বিশাল অথচ অনিশ্চিত দুনিয়ায় নিজেদের জায়গা তৈরি করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

অস্ত্রোপচারের পর কেমন আছেন শাহরুখ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শাহরুখ খানকে ঘিরে আবারও শোরগোল। কারণ কিং খান এবার মাঠে নামলেন ছেলে আরিয়ান খানের প্রথম প্রজেক্টের প্রচারে। নেটফ্লিক্সের সেই সিরিজ নিয়ে এবার মঞ্চে হাজির খোদ শাহরুখ। ইতোমধ্যে সিরিজ প্রিভিউ নজর কেড়েছে সবার। আরিয়ান বাবার কপিক্যাট-এর তকমাও পেয়েছে।

এবার নেটফ্লিক্সের মঞ্চে এসে বলিউড বাদশা রাজার মতোই সবার মন জয় করলেন। জানালেন তার ছেলের পরিশ্রমের কথা, শেয়ার করলেন তার বলিউডের কিছু টুকরো স্মৃতির কথা। তবে সবার আগে যা করলেন, তা হলো সবার জল্পনায় জল ঢাললেন।

কিছুদিন আগেই খবর বেরিয়েছিল যে, শাহরুখ খান অসুস্থ, দ্রুত তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিদেশে। শুটিং সেটে চোট পেয়েছেন তিনি। এদিন মঞ্চে তার একটি হাতও ছিল বাঁধা।

শাহরুখ খান গ্র্যান্ড এন্ট্রির পরই বলেন, আমি জানি আপনাদের মনে কিছু প্রশ্ন আছে, তাই আগে আমি সেই প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে রাখি, আমার হাতে কী হয়েছে? চোট লেগে গিয়েছিল, একটা বড় অস্ত্রোপচার হয়েছে। এক-দু'মাস লেগে যাবে আমার সুস্থ হতে।

তিনি বলেন, তবে জাতীয় পুরস্কার নেওয়ার জন্যে আমার একটা হাতই যথেষ্ট। আসলে অধিকাংশ কাজই আমি এক হাতে করে থাকি। কেবল একটা ক্ষেত্রেই সময় হয়... যখন আমার একটা হাত না থাকে, আর সেটা হলো আপনাদের ভালবাসা।

আইনি জটিলতায় ওয়াসিম আকরাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জুয়া ও বেটিং অ্যাপের প্রচারণায় জড়িয়ে আইনি জটিলতায় পড়তে পারেন পাকিস্তান ক্রিকেট কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম। এমনকি তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআই ও এনডিটিভি তাদের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে তিনি একটি অনলাইন জুয়া ও বেটিং প্ল্যাটফর্মের প্রচারণা চালিয়েছেন। এ নিয়ে লাহোরে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনসিসিআইএ)-তে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে।

অভিযোগকারী মোহাম্মদ ফিয়াজ দাবি করেছেন, আকরাম একটি বিদেশি জুয়ার অ্যাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছেন। তিনি পাকিস্তানের ইলেকট্রনিক ক্রাইমস অ্যাক্ট ২০১৬-এর আওতায় সাবেক অধিনায়কের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

তার ভাষায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি পোস্টার ও ভিডিও ক্লিপে আকরামকে 'বাজি' নামের অ্যাপের প্রচারণা চালাতে দেখা গেছে, যা সাধারণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

এনসিসিআইএর এক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে তাঁরা অভিযোগ পেয়েছেন। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ওয়াসিম আকরাম এখনো পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি।

দক্ষিণ এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণহীন জুয়া ও বেটিং প্ল্যাটফর্মগুলোর প্রভাব নিয়ে যখন উদ্বেগ বাড়ছে, ঠিক সেই সময়ই আকরামকে ঘিরে এ বিতর্ক সামনে এল। একই অ্যাপ প্রচারের অভিযোগে জনপ্রিয় পাকিস্তানি কনটেন্ট নির্মাতা সাদ উর রেহমান গত শনিবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি 'ডাকি ভাই' নামে পরিচিত।

ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার আকরাম পাকিস্তানের হয়ে ১০৪টি টেস্ট ও ৩৫৬টি ওয়ানডে খেলেছেন। ওয়ানডেতে তিনি এখনো দেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি, ৫০২ উইকেট তাঁর দখলে। টেস্টে তার শিকার ৪১৪ উইকেট।

মেসির সঙ্গেই অবসর নিতে চান সুয়ারেজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বার্সেলোনায় শুরু, তারপর বন্ধুত্ব, এখন আবার একই ক্লাবে খেলা—লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের গল্প যেন কোনো সিনেমার চিত্রনাট্য। এবার ইন্টার মায়ামির হয়ে একসঙ্গে খেলার মাঝেই সুয়ারেজ জানালেন, ক্যারিয়ারের শেষটাও মেসির সঙ্গেই করতে চান তিনি।

মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে সুয়ারেজ বলেন, "আমার মনে হয়, ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে আমরা দুজনেই যথেষ্ট পরিণত। একসঙ্গে অবসরের পরিকল্পনা আমাদের বহুদিন ধরেই চলছে। এটা হতে পারে।"

তবে শতভাগ নিশ্চিত নন এই উরুগুইয়ান ফরোয়ার্ড। বলেন, "সবকিছু নির্ভর করছে আমাদের চুক্তি নবায়ন ও পারিবারিক সিদ্ধান্তের ওপর। সময় হলেই আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নেব।"

২০২৪ সালের মেজর লিগ সকার (এমএলএস) মৌসুম শেষে ইন্টার মায়ামির সঙ্গে মেসি ও সুয়ারেজের চুক্তি শেষ হবে। এখনো নতুন করে চুক্তির ব্যাপারে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

সুয়ারেজ আরও বলেন, "এখন আমি খুব খুশি, নিজের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট। ইন্টার মায়ামিতে থাকতে পেরে গর্বিত। সামনে কী হয়, সেটাই দেখার বিষয়।"

অক্ষরকে সহ-অধিনায়কত্ব থেকে সরানোর ব্যাখ্যা দাবি কাইফের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের এশিয়া কাপের ১৫ সদস্যের দলে জায়গা পেয়েছেন শুবমান গিল। এই তারকা শুধু এক বছর পর দলে ফেরেনইনি তাকে দেওয়া হয়েছে সহ-অধিনায়কত্ব। এর আগে টি-টোয়েন্টিতে ভারতের সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন অক্ষর প্যাটেল। তাকে সরানোর ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত বলে মনে করেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ।

সর্বশেষ ইংল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের সহ-অধিনায়ক ছিলেন অক্ষর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত খেলার পর শুবমান গিল জায়গা করে নিয়েছেন এশিয়া কাপের স্কোয়াডে। অক্ষরকে সরানোর প্রক্রিয়া নিয়ে তার সাথে কথা বলা বা ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত বলে মনে করেন কাইফ।

এক্সে তিনি লিখেছেন, আমি আশা করি অক্ষর প্যাটেলকে আগেই জানানো হয়েছিল যে তিনি সহ-অধিনায়ক থাকছেন না, এমন যেন না হয় যে তিনি সংবাদ সম্মেলন থেকে এটা জেনেছেন। অক্ষর কোনো ভুল করেনি, তাই তার একটা ব্যাখ্যা প্রাপ্য।

ভারতের হয়ে এখন পর্যন্ত ৭১টি টি-টোয়েন্টি খেলে সমান ৭১ উইকেট শিকার করেছেন অক্ষর। এছাড়া, ব্যাট হাতে ১৩৯.৩৩ স্ট্রাইক রেটে ৫৩৫ রান করেছেন এই অলরাউন্ডার।

ভারতের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি শ্রেয়াস আইয়ার, যশস্বী জাইসওয়াল ও লোকেশ রাহুলের মতো তারকাদের। টুর্নামেন্টে ভারত খেলবে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে। এছাড়া দলের পেস বিভাগে আছেন জাসপ্রিত বুমরাহ, আর্শদীপ সিং, হার্শিত রানারা। অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন শিবম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়ারা।

ভারতের এশিয়া কাপের স্কোয়াড

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুবমান গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিভম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটরক্ষক), জাসপ্রিত বুমরাহ, আর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), হার্শিত রানা, রিঙ্কু সিং।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR